৫.১৫. মানুষ ঃ দেহ ও মনের সম্বন্ধ
(Man : Relation between Body and Mind)

দেকার্ত মানুষকে পশুর মতো দেহ-সর্বস্ব জটিল-যন্ত্র বলেননি। পশুর কেবল দেহই আছে। মানুষের ক্ষেত্রে জড়দ্রব্য দেহের সঙ্গে চেতনদ্রব্য মন বা আত্মার মিলন ঘটে। মানুষের ক্ষেত্রে এই দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র দ্রব্যের—জড়দ্রব্য (দেহ) ও চেতনদ্রব্যের (মনের)—সম্বন্ধকে অনেকে জাহাজের সঙ্গে পাইলটের সম্বন্ধের অনুরূপ বলেছেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন বা পাইলট যেমন জাহাজে অবস্থান করে জাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে, চেতনদ্রব্য মন বা আত্মাও তেমনি দেহের মধ্যে থেকে দেহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। দেকার্তের পূর্বে মধ্যযুগে নব্য-অ্যারিস্টটলপন্থীরা দেহ ও মনের ঐক্য (unity) স্বীকার করে বলেন যে, 'আকারের' (form) সঙ্গে 'উপাদানের' (matter) যে সম্বন্ধ মনের সঙ্গে দেহের সমবন্ধও তদ্রূপ। এঁদের মতে, দেহ ও মনের যুগ্মসত্তাই হল পূর্ণাঙ্গ দ্রব্য (complete substance)।

দেকার্ত দেহ-মনের যুগ্ম-সত্তাকে পূর্ণাঙ্গ দ্রব্য বলার পরিবর্তে মন (আত্মা) ও দেহকে (জড়কে) দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গদ্রব্য বলেন। সার্বিক সংশয়-পদ্ধতির মাধ্যমে দেকার্তের প্রথম সংশয়াতীত অস্তিত্বসূচক বচনটি হল 'আমি আছি'। 'আমি আছি' বচনটি আমার বুদ্ধির কাছে এতই স্পষ্ট ও বিবিক্ত (clear and distinct) যে বচনটিকে কোনভাবেই অস্বীকার করে বলা চলে না যে 'আমি নেই', কেননা 'আমি নেই' এমন চিন্তা করতে গেলে 'আমার' (অর্থাৎ আমার 'আমি'র) অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই 'আমি'র স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেকার্ত বলেন (Meditation II. P. 153), 'আমি হল এমন এক দ্রব্য (substance) যা সংশয় করে, উপলব্ধি করে, অনুমোদন করে, অননুমোদন করে, ইচ্ছা বা সংকল্প করে, অস্বীকার করে এবং যা কল্পনা করে ও অনুভব করে।' এসব ক্রিয়ার কর্তা জড়দ্রব্য হতে পারে না। জড়দ্রব্যের অস্তিত্বে সংশয় করা যায়, কিন্তু এসব ক্রিয়ার কর্তারূপে 'আমি'র অস্তিত্ব সংশয়াতীত। কাজেই, দেকার্তের সিদ্ধান্ত হল,—'আমি' এক অধ্যাত্মদ্রব্য বা আত্মা (Soul), যার সারধর্ম হল চিন্তা বা চেতনা। এই 'আমি'রূপী আত্মা বা মনের অস্তিত্ব থেকে দেকার্ত পূর্ণসত্তারূপী ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন এবং ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠার (veracity) উল্লেখ করে বাহ্যজগৎ বা জড়দ্রব্যের (দেহের) অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন। জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায়

পর দেকার্ত বলেন যে, ঈশ্বর দেহ (জড়দ্রব্য) ও মানুষের মন বা আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরই একমাত্র নিরপেক্ষদ্রব্য (Absolute Substance), দেহ ও মন সৃষ্ট-দ্রব্য (created substance)। তবে, দেহ ও মন ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হলেও তারা পরস্পর স্বতন্ত্র হওয়ায় এবং তাদের একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল না হওয়ায় তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র দ্রব্য। দেহ (জড়) ও মন (আত্মা), দেকার্তের মতে, দুটি পরস্পর বিরোধী দ্রব্য। দেহের ধর্ম মনের নয়, তেমনি মনের ধর্ম দেহের নয়। দেহের আবশ্যিক ধর্ম হল 'বিস্তার' এবং দেহ নিষ্ক্রিয় (passive)। মনের আবশ্যিক ধর্ম 'চিন্তন' এবং মন সক্রিয় ও স্বাধীন। মনের বিস্তার নেই। দেহের চেতনা নেই। চেতনাকে বাদ দিয়ে মনের ধারণা গঠন করা যায় না, তেমনি বিস্তারকে বাদ দিয়ে দেহের (জড়ের) ধারণা গঠন করা যায় না। মন-দ্রব্য তাই দেহ-দ্রব্য থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। দেহের সঙ্গে আত্মা বা মনের তাই মিশ্রণ (mixture) হতে পারে না, আত্মা কেবল স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে দেহে অবস্থান (lodged) করে। এই অবস্থানগত সম্বন্ধের জন্যই আমি আমার ইচ্ছামতো দেহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। আত্মা বা মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক চালকের সঙ্গে চালিতের সম্পর্কের অনুরূপ এবং দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর অনুরূপ। এ প্রসঙ্গে দেকার্ত বলেন, 'জড়ধর্ম বা দেহধর্ম কখনো মানুষের সারধর্ম (essence) হতে পারে না, কেননা মানুষ আত্মাই এবং দেহ হল কেবলমাত্র তার প্রকাশের মাধ্যম বা যন্ত্রবিশেষ'।[১] কিন্তু এপ্রকার যন্ত্রী ও যন্ত্রের উপমা-দৃষ্টান্ত ব্যবহার করলে মন ও দেহের সম্পর্ককে জাহাজের ক্যাপ্তেন (captain) ও জাহাজের সম্পর্কের অনুরূপ বলতে হয়, দেকার্ত যাকে গ্রহণ করেননি। Meditation (VI) গ্রন্থে দেকার্ত স্পষ্টই বলেছেন যে, জাহাজের পাইলটের (pilot) সঙ্গে জাহাজের সম্পর্ক যতটা শিথিল, মন ও দেহের সম্পর্ক তেমন শিথিল নয়। দেকার্ত বলেন, আমি স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে প্রত্যক্ষ করি (অর্থাৎ বুদ্ধির আলোকে জানি) যে, 'পাইলট যেভাবে জাহাজে অবস্থান করে, আমি (অর্থাৎ আমার আত্মা বা মন) সেভাবে আমার দেহে অবস্থান করে না, আমার (আত্মার) সঙ্গে আমার দেহের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে আমার দেহ কখনো আহত হলে সেই আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, কেননা দেহের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে আমি এক বিশুদ্ধ আত্মা এবং আত্মার ব্যথা বেদনা থাকতে পারে না। জাহাজের কোন অংশে ক্ষত দেখলে নাবিকের কোন ব্যথা-বেদনার অনুভব হয় না, কেননা তাদের সম্পর্ক অতি শিথিল সম্পর্ক। আমার ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্যই দেহের ক্ষত দেহতেই আবদ্ধ থাকে না, তা আমার মনে ব্যথার অনুভূতির উদ্রেক করে। কাজেই মানতে হয় যে, আমার (এবং আমার মতো অন্যান্য মানুষের) ক্ষেত্রে দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ'।*

দেহ ও মনের এই নিবিড় সম্পর্কের জন্যই, দেকার্ত বলেন যে, প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (interaction) অনুভব করি। আমাদের

---

১. 'Nothing corporeal belongs to the essence of man, who is hence entirely spirit, while his body is merely the vehicle of spirit'. Works of Descartes edited by Charles Adam and Paul Tannery. VII, P. 203

* Medit

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এটা সর্বদা উপলব্ধি করি যে, কখনো মন দেহকে, আবার কখনো দেহ মনকে প্রভাবিত করে ; কখনো মানসিক পরিবর্তন দৈহিক পরিবর্তনের, আবার কখনো দৈহিক পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তনের কারণ হয়। মন বিষণ্ণ হলে দৈহিক শক্তি হ্রাস পায় ; মন পুলকিত হলে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এখানে মন দেহকে প্রভাবিত করে। তেমনি আবার বিপরীতক্রমে, অসুস্থ দেহে চিন্তন-সামর্থ্য হ্রাস পায়, সুস্থ দেহে ঐ সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। এখানে দেহ মনকে প্রভাবিত করে। 'অনেক ক্ষেত্রে আবার দেহ ও মনের সম্মিলিত ক্রিয়া উপলব্ধি করা যায়। যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবেগ, ব্যথার অনুভূতি, বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ সংবেদন ইত্যাদি বিষয়গুলি শুধুমাত্র দেহ অথবা শুধুমাত্র মনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাদের নিবিড়-সংযোগের উল্লেখ করেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে'।[১] এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন দৈহিক পরিবর্তন বা চাঞ্চল্য আছে, তেমনি আবার মানসিক ব্যাপার 'উপলব্ধি'ও (understanding) আছে। এসবের ব্যাখ্যা দিতে হলে তাই দেহ ও মনের নিবিড় যোগ বা সম্বন্ধ স্বীকার করতে হয়, অর্থাৎ মানতে হয় যে—দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে।

কিন্তু, দেকার্তের **দ্রব্যতত্ত্ব অনুসরণ করে** দেহ ও মনকে দুটি স্বতন্ত্র ও বিরুদ্ধধর্মী দ্রব্যরূপে গণ্য করলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কার্য-কারণ সম্বন্ধ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? দুটি বিষয়ের মধ্যে গুণগতভাবে অথবা পরিমাণগতভাবে কোন মিল না থাকলে তারা কখনো সম্বদ্ধ হতে পারে না। কার্য ও কারণের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য ও পরিমাণগত সমতা থাকা প্রয়োজন। দেকার্ত প্রথমে দেহ ও মনকে দুটি স্বতন্ত্র ও বিরুদ্ধধর্মী দ্রব্যরূপে গণ্য করে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, পরে নিজেই আবার তাদের সম্বদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং এই দ্বিমুখী মনোভাবের জন্য তিনি এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন—বিপরীতধর্মী দুটি দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব?

দেহ ও মনের দ্বিত্ব স্বীকার করে দেকার্ত প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারেননি। তবে, দেহ ও মনের দ্বিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেই দেকার্ত দুটি ভিন্নভাবে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, দেকার্ত দেহ ও মনের সম্পর্ককে নিছক **'সহাবস্থানের সম্পর্ক'** (relation of co-existence) বলেছেন, দেহ ও মনের **'সাংগঠনিক ঐক্য'** বলেছেন, কিন্তু তাদের **'স্বভাবগতভাবে মিশ্রণ'** (unity of nature) বলেননি। অর্থাৎ দেহ ও মনের মধ্যে সাংগঠনিক ঐক্য দেখা দিলেও তাদের প্রকৃতির বা স্বভাবের (দেহের স্বভাব 'বিস্তার', মনের স্বভাব 'চেতনা') মিলন হয় না। তাদের মিলন দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্যের সংযুক্তি, যেখানে দ্রব্যদুটির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এজন্যই, দেকার্ত বলেন যে, 'জড় দেহের দ্বারা মনের মধ্যে বিক্ষোভ, যথা—সংবেদন, অনুভূতি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি—দেখা দিলেও ঐসব মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ দৈহিক উত্তেজনা নয়। ঈশ্বর আমাদের (মানুষের) মধ্যে দেহ ও মন সন্নিবিষ্ট করলেও তাদের প্রকৃতিগত ভিন্নতাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন।*

দেকার্তের এই ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়। দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যদি কখনো সাংগঠনিক ঐক্য

---

১. A History of Philosophy, P. 211, F. Thilly

দেখা দেয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের স্বভাবেরও কিছুটা পরিবর্তন হয়, যদি দুটি ভিন্ন বস্তুর নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে তাহলে তাদের মধ্যে কোন সাংগঠনিক ঐক্য দেখা দিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাখ্যায় দেকার্ত তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থে, 'The Passions of the Soul' এই গ্রন্থে, তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কার্য-কারণ সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন,—একথা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, স্নায়বিক উত্তেজনা (দৈহিক ব্যাপার) সংবেদন, অনুভূতির (মানসিক ব্যাপার) কারণ হয় ; আবার ইচ্ছা বা সংকল্প (মানসিক ব্যাপার), দৈহিক পরিবর্তনের (হস্ত-পদ সঞ্চালনের) কারণ হয়। তবে, দেকার্ত বলেন যে দেহের সঙ্গে মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা সমগ্র দেহের সঙ্গে নয়, তা হল বিশেষ করে দেহের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে—মস্তিষ্কের অন্তর্গত **পিনিয়েল গ্রন্থির** (pineal gland) সঙ্গে। দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূলে হল মস্তিষ্কের অন্তর্গত অতি ক্ষুদ্র এবং অদ্বিতীয় গ্রন্থি, পিনিয়েল গ্রন্থি (pineal gland, আজকের পরিভাষায় pituitary gland। দৈহিক পরিবর্তন সরাসরিভাবে পিনিয়েল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনা মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হয়। তেমনি মানসিক চিন্তা বা ইচ্ছা সরাসরিভাবে পিনিলেয় গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনা দৈহিক পরিবর্তনের কারণ হয়। 'আত্মা বা মন যদিও সমগ্র দেহের সঙ্গে যুক্ত, তথাপি দেহের অভ্যন্তরে এক বিশেষ অঙ্গ আছে যার মাধ্যমে মন দেহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সেই অংশটি হল মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে।.) দেহের যে অংশটির মাধ্যমে মন দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা সমগ্র মস্তিষ্ক নয়, তা হল মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের মধ্যবর্তী স্থানের একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি, যা জৈবশক্তির (animal spirit—রক্ত-প্রবাহ থেকে উত্থিত উত্তাপ ও গতিশক্তি) অধিষ্ঠান'।[১] জৈবশক্তির অধিষ্ঠানরূপে এই ক্ষুদ্র একক (অন্যান্য গ্রন্থি একাধিক অথবা একাধিক অংশ সমন্বিত, কিন্তু পিনিয়েল গ্রন্থি একটাই) পিনিয়েল গ্রন্থিই হল জৈবশক্তির প্রধান আশ্রয়স্থল (principal seat of the soul), সমগ্র দেহ অথবা সমগ্র মস্তিষ্ক নয়। **'এই পিনিয়েল গ্রন্থিতেই মন সরাসরি দেহকে প্রভাবিত করে, তেমনি আবার দেহের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়।'**[২]

পিনিয়েল গ্রন্থিকে আত্মা (soul) **এবং জৈবশক্তির** (animal spirit) **অধিষ্ঠানরূপে গণ্য করায় যুক্তি হল গ্রন্থিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।** গঠনগতভাবে গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের অন্যান্য গ্রন্থির মতো জটিল নয় এবং গ্রন্থিটির কোন বিভাগ নেই, তাই একক বা অদ্বিতীয়। মানসিক ব্যাপারেরও কোনো বিভাগ হয় না, সেসবও অবিশ্লেষিত একক। আমাদের দুটি চোখ এবং দুটি কান থাকা সত্ত্বেও দুটি চোখে আমরা একটি বস্তুকে দুটি বস্তুরূপে দেখি না, একটি

১. 'Although the soul is joined to the whole body, there is yet a certain part in which it exercises its functions more particularly than in all the others, and it is... the brain....not the whole of the brain, ...but a very small gland which is situated in the middle of its substance and whereby the animal spirits....resides'. The passions of the soul. I. P. 30-1. Descartes.

২. 'Here the soul exercises a direct influence on the body and is directly affected by it.' History of Modern Philosophy. P. 102 R. Falckenberg.

শব্দকে দুটি শব্দরূপে শুনি না। এর কারণ হল দুটি চোখের অথবা দুটি কানের স্নায়ু উদ্দীপনা মস্তিষ্কের কোন একটি মাত্র গ্রন্থিতে, যার কোন বিভাগ নেই, মিলিত হয়ে তাকে উদ্দীপিত করে এবং সেই উদ্দীপনা মানসিক কোন একটিমাত্র সংবেদনের, দৃষ্টিসংবেদন অথবা শব্দ-সংবেদনের উদ্রেক করে।

পিনিয়েল গ্রন্থির উল্লেখ করে দেকার্ত যে দেহ ও মনের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, দর্শনের ইতিহাসে তা 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মতবাদ' (Theory of interaction) নামে পরিচিত।

সমালোচনা (Criticism) :

দেহ ও মনের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মতবাদ কোন সন্তোষজনক মতবাদ হতে পারেনি, কেননা—

প্রথমত, সমগ্র দেহের পরিবর্তে, দেহস্থ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের অতি ক্ষুদ্র পিনিয়েল গ্রন্থির সঙ্গে মনের সরাসরি সম্পর্ক স্বীকার করে দেকার্ত তাঁর সমস্যাটির (দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ক সমস্যার) সমাধান না করে তাকে স্থানান্তরিত করেছেন মাত্র। মন যদি সরাসরি পিনিয়েল গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে তাহলে এটাই বলা হয় যে, 'মন সরাসরি দেহকেই প্রভাবিত করে (কেননা পিনিয়েল গ্রন্থি দেহেরই অঙ্গ)।' 'দেহ এবং মন যদি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং অন্য-নিরপেক্ষ দ্রব্য হয় তাহলে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে—কিভাবে স্থলজীব হাতির সঙ্গে জলজীব তিমির সংঘাত সম্ভব? তাদের মধ্যে যোগসূত্রটি ঠিক কোথায়'?[১]

দ্বিতীয়ত, দেহ এবং মনকে বিরুদ্ধধর্মী দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য বললে তাদের মধ্যে আর কার্য-কারণ সম্পর্ক বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক স্বীকার করা চলে না। নিয়ম হল—কার্য ও কারণের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য ও পরিমাণগত সমতা থাকতে হবে। দৈশিক সম্পর্ক থাকায় (গুণগত সাদৃশ্য), একটি স্নায়বিক উত্তেজনা অন্য এক স্নায়বিক উত্তেজনার কার্য বা কারণ হতে পারে। তেমনি অদৈশিক হওয়ায় (গুণগত সাদৃশ্য) মানসিক এক ধারণা অন্য এক ধারণায় কার্য বা কারণ হতে পারে। কিন্তু দৈহিক উত্তেজনা থেকে বিজাতীয় মানসিক চাঞ্চল্যের, অথবা মানসিক চাঞ্চল্য থেকে বিজাতীয় দৈহিক উত্তেজনার উদ্ভব হতে পারে না। ভিন্নধর্মী দেহ ও মনের কোন সেতুবন্ধন রচনা করা যায় না। সারকথা হল—দেহ ও মনকে দুটি স্বতন্ত্র ও বিরুদ্ধধর্মী বিষয় বললে তাদের আর কোনভাবেই গ্রন্থিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। দেহ ও মনের দ্বৈত প্রচার করে দেকার্ত তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদে এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যার সহজ সমাধান নেই।

তৃতীয়ত, দেহ-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ পদার্থবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত 'শক্তির নিত্যতা নিয়ম'কে (Law of Conservation of Energy) অমান্য করে। এই নিয়ম অনুসারে, জড়জগতের শক্তিভাণ্ডার স্থির থাকে, শক্তির সমষ্টিগত পরিমাণ বাড়ে না, কমেও না। শক্তির কেবল রূপান্তর ঘটে—গতীয় শক্তি নিশ্চল শক্তিতে, তড়িৎশক্তি চুম্বকশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যদিও সমষ্টিগত শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু 'ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াবাদ

---

১. 'If the mind and body are composed of entirely different substances, each independent of the other, how can interaction between them occur any more than a battle between an elephant and a whale? Where is there any possible point of contact'? A History of Modern Philosophy' P. 83 W. K. Wright.

মানলে বলতে হয় যে, দেহ যখন মনকে প্রভাবিত করে তখন কিছুটা দৈহিক শক্তি মনে সঞ্চারিত হওয়ায় মোট দৈহিকশক্তি (জড়শক্তি) হ্রাস পায়। তেমনি আবার, বিপরীতক্রমে, মন যখন দেহকে প্রভাবিত করে তখন কিছুটা মানসিকশক্তি দেহে সঞ্চারিত হওয়ায় মোট দৈহিকশক্তি বৃদ্ধি পায়'।* এমন অভিমত শক্তির নিত্যতা নিয়মের বিরোধী। শক্তির নিত্যতা নিয়ম অনুসারে, জড়জগৎ (দৈহিক জগৎ) এক বদ্ধ জগৎ, যার থেকে শক্তি নির্গত হয়ে বাইরে যেতে পারে না, তেমনি আবার বাইরের কোন শক্তিও ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

উপসংহার (Conclusion) :

দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে এসব আপত্তি উত্থাপিত হলেও দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা চলে না। মতবাদটির বিরুদ্ধে অভিযোগের মূলে হল, কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা, দেকার্ত যাকে সমর্থন করেছেন। দেকার্ত মনে করেন যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধটি হবে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি। দেহ ও মন দুটি ভিন্নধর্মী দ্রব্য হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ হতে পারে না এবং মূলত এই কারণেই দেহ-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহজ ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু, দুটি বিষয়ের মধ্যে সরাসরি যোগ না থাকলেও কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হস্‌পার্স (Hospers) বলেন,** সৌরমণ্ডলীর গ্রহগুলির সঙ্গে সূর্যের প্রত্যক্ষযোগ না থাকলেও এটা বিজ্ঞান-স্বীকৃত যে, সূর্যের মহাকর্ষশক্তি ঐ সব গ্রহের সূর্য পরিক্রমণের কারণ। তাহলে, দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষযোগ অর্থাৎ সংযোগ না ঘটলেও তাদের কার্য-কারণ সম্পর্ক স্বীকৃত হতে পারে। একইভাবে বলা চলে, দেহ ও মন পরস্পর সংযুক্ত না হয়েও, 'দূরস্থান থেকে ক্রিয়ার' জন্য (action at a distance) তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব হতে পারে।

তাছাড়া, দেহ-মনের ভিন্নতা বলতে 'দ্বৈতবাদ' (দেকার্ত যা মনে করেছেন) নাও বোঝাতে পারে। এমন হতে পারে যে, দেহ ও মন ভিন্নধর্মী হলেও তারা দুটি ভিন্ন সত্তা নয়, তারা উভয়ে মিলে এক সমগ্রসত্তা। দেহ ও মনকে এভাবে গ্রহণ করলে, সমগ্র এক সত্তার দুটি ভিন্ন দিকরূপে গণ্য করে দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্ভব হয় এবং তাতে শক্তির নিত্যতা নিয়মও লঙ্ঘিত হয় না, কেননা সেক্ষেত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সমগ্রসত্তার সমষ্টিগত শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।